সূচিপত্র

বাংলাদেশের খেলনায় লোকজ নক্‌শা ১-১৩
ড. মো. হাবিবুল্লাহ্
গম্ভীরা গান ১৪-২৪
ড. মো. জাহাঙ্গীর হোসেন
ফরিদপুরের লোকসাহিত্য: প্রবাদ ২৫-৪৭
ড. ইয়াসমীন আরা লেখা
লোকপুরাণে প্রাকৃতিক ও ভোগৌলিক পরিবেশের প্রভাব ৪৮-৫৩
মো. আনোয়ারুল ইসলাম
আদিবাসী নববর্ষ বৈসাবি: সাম্প্রতিক প্রবণতা ও গতিপ্রকৃতি ৫৪-৬৮
সাবিহা ইয়াসমিন
বরিশাল অঞ্চলের লোকসাহিত্য: ছড়া ৬৯-৮৫
ড. নূর মোহাম্মদ মল্লিক
বিজয় সরকারের গানের রূপবৈচিত্র্য ৮৬-৯৮
ইয়াসমিন আরা সাথী
লোকনাট্যে নারী ৯৯-১০৪
শামস্ আল্‌দীন
বাংলা একাডেমির লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালা: ইসলামী নকশাকলার প্রভাব ১০৫-১১৭
ড. ফাতিমা তুজ জহুরা রহমান
ঝিনাইদহ জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী: মুণ্ডা ১১৮-১৩৫
মৌসুমী নাছরিন
লোকনাট্য 'চোর-চুরনীর গান': নৃতাত্ত্বিক প্রসঙ্গ ১৩৬-১৪০
ড. মো. হাবিবুর রহমান
ডিজিটাল যুগে লোকসঙ্গীত: গ্রাম ও নগরে আসা-যাওয়া ১৪১-১৫৪
ড. অনুপম হীরা মণ্ডল
জসীম উদ্‌দীনের *বাঙ্গালীর হাসির গল্পে* জারিকৃত উত্তরাধুনিকতার ১৫৫-১৬০
বিশেষ উপাদান নির্ভর বয়ান
ড. রওশন জাহিদ
বহুমাত্রিক ফোকলোরবিদ রিচার্ড এম. ডরসন (১৯১৬-১৯৮১) ১৬১-১৬৭
ড. উদয় শংকর বিশ্বাস
উত্তরবঙ্গের বিয়েরগীত: প্রেক্ষিত লিঙ্গীয় বৈষম্য ১৬৮-১৭৪
মো. এরশাদুল হক

ISSN 2220-5373
Vol. 3, July 2017

ফরিদপুরের লোকসাহিত্য : প্রবাদ

ড. ইয়াসমীন আরা লেখা*

বাংলা প্রবাদ তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে খুব সহজ, সরল, সংক্ষিপ্ত ও বাস্তব প্রচলিত কথা। বিশ্বের সমস্ত দেশেই লোকসমাজের মধ্যে প্রবাদগুলির সৃষ্টি খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং কোনো না কোনো প্রত্যক্ষ ঘটনা উপলক্ষে। সাধারণ লোকসমাজে সকল স্তরে ঘুরেফিরে ব্যবহৃত হতে থাকে তবে তা প্রবাদ হয়ে যায়। তাই বিশ্বের সমস্ত দেশের ভাষার ঐতিহ্যেই এই প্রবাদের স্থান এবং অনেক সময় বিভিন্ন দেশ কাল একই প্রবাদ ঘুরেফিরে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যা কিনা, সমস্ত মানব সমাজের সাধারণ বিবর্তন–এর ধারাপাতকে একটি রেখায় জুড়ে দিতে সাহায্য করে, 'ফরিদপুরের প্রবাদে' এ অঞ্চলের মানুষের বিশ্বাস, সংস্কার, মূল্যবোধ, ধর্ম দর্শন, ইতিহাস-ঐতিহ্য, প্রথা, আচার-আচরণ, সামাজিক রীতিনীতি, কৃষি পদ্ধতি গোষ্ঠী তথা সামগ্রিক জীবন চিত্র পরিস্ফুট। অর্থাৎ বাঙালি জীবনের এমন কোনো দিক নেই যা থেকে প্রবাদের উপকরণ সংগৃহীত হয়নি। অতএব, উপলব্ধি করা যায়, ফরিদপুরের প্রবাদেও বাংলা ও বাঙালির সামগ্রিক পরিচয় নিহিত রয়েছে।

ভূমিকা

নদী-নালা, ষড়-ঋতুর রঙ্গশালা, সুজলা সুফলা, শস্য শ্যামলা ফরিদপুরকে একদিকে দিয়েছে লোক-সংগীত, ভাটিয়ালি, বাউল, মরমি সুরের প্রেরণা, চিন্তাশীল কাব্যিক মনোভাব ও অন্যদিক দিয়েছে দুর্বার রুদ্র বিদ্রোহী চেতনা। এ কারণেই প্রকৃতির লীলাভূমি ফরিদপুর সংগামী চেতনা ও লোকসাহিত্যের ঐতিহ্যভূমি। ভাটিয়ালি, রাখালি, জারী, সারি, কীর্তন, নৌকা বিলাস, মঙ্গলগান, যাত্রা, পেগুনাচ, কমলা রানী, ছবি খাঁ, আসমান সিং, আমির সওদাগর, গুনাই বিবি, বেহুলা, কবিগান, পুঁথি-কাব্য, মুর্শিদি গানসহ ফরিদপুরের গান ও কিস্‌সা লোকসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এখানকার মেয়েলীগীতে প্রচুর হাসির খোরাক, প্রাণের স্পন্দন, সুখ-দুঃখের অনুভূতি মূর্ত হয়ে উঠত। পুঁথি সাহিত্যে ফরিদপুরের প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা, সহজ সরল গ্রাম্য মানুষের হৃদয়তন্ত্রীর সুরের ঐক্যতান গড়ে উঠেছিল নিতান্তই আপন ভাষায়। হাস্যরস, রঙ্গরস, নীতিকথা, প্রবাদ বচন, প্রবচন, টিপ্পনী সংবলিত এ অঞ্চলের শত শত ছড়া, ধাঁধাঁ হারিয়ে গেছে কালের গর্ভে। হারিয়ে গেছে পল্লীর ঢেকি ও তেলভাঙ্গা ঘানীর সঙ্গে আমাদের লোকসাহিত্যও। এ অঞ্চলের অলুপ্তপ্রায় লোকসাহিত্যের কিছু ছড়া, ধাঁধাঁ (হেঁয়ালী), প্রবাদ, প্রবচন ও মেয়েলীগীত এখানে তুলে দেওয়া হল।

প্রবাদ

প্রবাদ লোকসাহিত্যের একটি বুদ্ধিদীপ্ত ও মননশীল শাখা। ধাঁধার মত প্রবাদ ও লোকমানসের সংহত চিন্তাশক্তি, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার শাণিত প্রখরতায় সমুজ্জ্বল [মাসুদ: ১৩৯২:২৭]।

---

* উপ-উপচার্য, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।

লোকসাহিত্যের ধারায় প্রবাদ ক্ষুদ্রতম রচনা- গদ্যে রচিত একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য থেকে ছন্দোবদ্ধ দুই চরণ পর্যন্ত প্রবাদের অবয়বগত ব্যাপ্তি। প্রবাদ যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, তা পূর্ণ ভাবদ্যোতক ও অর্থবহ হয়ে থাকে। প্রবাদ মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রসূত এবং মূলত বুদ্ধিপ্রধান রচনা। আবেগ নয়, মস্তিষ্ক থেকে প্রবাদের জন্ম। প্রবাদ মানুষের ব্যবহারিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ফল। কথা স্বল্প হলেও অর্থের ব্যাপ্তি ও গভীরতা আছে। স্বল্প কথায় অধিক অর্থ ধারণক্ষমতা প্রবাদ ছাড়া লোকসাহিত্যের অন্য কোন শাখায় নেই। [আহমদ: ১৯৯৪: ১১]।

প্রবাদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ-বিশেষ উক্তি বা কথন, 'প্র' পূর্বক 'বাদ' (বদ+অ) প্রবাদ। বদ ধাতুর অর্থ বলা। যে সব প্রাজ্ঞ উক্তি লোকপরম্পরায় জনশ্রুতিমূলকভাবে চলে আসছে তা-ই প্রবাদ। প্রবাদ পাথরের নুড়ির মত সমাজ-মানসে জন্ম নিয়ে জীবন-স্রোতে অনেক পথ-পরিক্রমা করে একটি নিটোল অবয়ব লাভ করে। এর পর তা আর ভাঙ্গেনা বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। [আহমদ: ১৯৯৪:১২]।

প্রবাদ হল দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত প্রকাশ। ব্যক্তি, পরিবার, দেশ, সমাজ, জগত, সংসার, পরিবেশ, কাল, কৃষ্টি সম্পর্কে মানুষ যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তা সংহত আকারে একটি বাক্য বিশেষ রীতিতে প্রকাশ করলে প্রবাদ হয়।

প্রবাদ হল মানুষের অভিজ্ঞতার স্ফটিককৃত বাক-রূপায়ণ। সমাজের প্রবীণ মানুষের বুদ্ধির সার-সংক্ষেপ হল প্রবাদ। প্রবাদ ঐতিহ্যাশ্রিত প্রস্তাব সম্বলিত উক্তি যার কমপক্ষে একটি বর্ণনামূলক উপদান থাকবে। এই উপাদানের একটি বিষয় ও একটি মন্তব্য থাকবে।

প্রবাদ একটি সংক্ষিপ্ত-সার উক্তি যা অনেকে জানে এবং প্রায় উচ্চরিত হয়, যার প্রকাশ ভঙ্গি সরল, নিটোল ও রূপকধর্মী, মানুষের সাধারণ চেতনা অথবা বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিত্তিক একটি সত্য ভাষণ।

এসব সংজ্ঞা থেকে প্রবাদ সম্পর্কে কতগুলি তথ্য পাওয়া যায়। যেমন:
এক. প্রবাদে জাতির দীর্ঘ অভিজ্ঞতা পরিণত বুদ্ধি, নিটোল নীতিবাক্য, নৈতিকতার অলিখিত চিঠি, লোকমনে প্রবাহিত সত্য কথন প্রকাশিত হয়।

দুই. প্রবাদের অবয়ব হল একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য, একটি সংক্ষিপ্ত-সার উক্তি, স্ফটিককৃত রূপ, শব্দগুচ্ছের সমন্বয়, বিষয়-মন্তব্য সম্বলিত বর্ণনাধর্মী উপাদান।

তিন. প্রবাদ জাতির ঐতিহ্যে প্রবহমান ঐতিহ্যাশ্রিত বক্তব্যধর্মী উক্তি।

চার. রূপক, বক্রোক্তি, বিরোধাভাস, অতিশয়োক্তি, অলংকারের ভাষায় প্রবাদ প্রকাশিত হয়। প্রবাদের প্রকাশভঙ্গি সরল, নিটোল ও রূপকর্মী [আহমদ: ১৯৯৪: ১৪/১৫]।

পাঁচ প্রবাদ সৃষ্টির সময় একটি বিশেষ অর্থ স্রষ্টার মনে থাকে সত্য, কিন্তু ক্রমে এর অর্থ-ব্যাপ্তি ঘটে; মূল থেকে সরে প্রয়োগের স্থান-কাল-পাত্রও পরিবর্তিত হয়। প্রবাদ আন্তর্জাতিক, আবহমানকাল ধরে বেঁচে থাকে, তা সার্বজনিন।

প্রবাদের কতগুলি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

১. প্রবাদ হল একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণাঙ্গ বাক্য।

২. প্রবাদের উদ্ভব লোকের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে।

৩. বাচ্যার্থে নয়, ব্যঞ্জনার্থই প্রবাদের অর্থ। এই অর্থে প্রবাদ রূপকধর্মী রচনা।

৪. প্রবাদে বুদ্ধির বা চিন্তার ছাপ থাকে।

৫. সংগীত গান করা হয়, ছড়া আবৃত্তি করা হয়, মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়, ধাঁধা ধরা হয় আর প্রবাদ বাক্যালাপে, বক্তব্যে অথবা লেখায় প্রসঙ্গক্রমে ব্যবহৃত হয়। প্রবাদের স্বাধীন সত্তা আছে, কিন্তু স্বাধীন প্রয়োগ নেই। প্রবাদ বক্তব্যকে তীক্ষ্ণ, যুক্তিকে জোরাল ও প্রকাশকে অর্থবহ করে তোলে।

৬. প্রবাদের শিকড় ঐতিহ্যে প্রোথিত, ঐতিহ্য থেকে রস সঞ্চার করে প্রবাদ অর্থপূর্ণ হয় ও ভাষার মধ্যে বহমান থেকে তাকে প্রাণবন্ত করে তোলে [আহমদ: ১৯৯৪: ১৬-১৭]।

৭. প্রবাদ ব্যক্তির অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভব হয়ে তা ক্রমে স্থান-কাল-পাত্রের সীমা ছাড়িয়ে সার্বজনিন রূপ লাভ করে। তখন তা ব্যক্তি বিশেষের উক্তি থাকে না, তা হয় সমগ্র মানবজাতির উক্তি।

৮. প্রবাদ মানুষের জ্ঞানের ভিত মজবুত করে। সেখান থেকে মানুষ শিক্ষা লাভ করে নিজের জীবনে প্রয়োগ করে নিজেকে উপযুক্তভাবে গড়ে তোলে।

গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলের একটি জেলা ফরিদপুর। লোকসংস্কৃতির বিশাল ভাণ্ডার আবাহমান ফরিদপুরের জন-জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। প্রবাদ- প্রবচন এর একটি উজ্জ্বলতম তারকা। যা এ অঞ্চলের মানুষের অনুভূতি ও বর্হিজগতের দৃশ্যমান, বাস্তব এবং সত্য ও সুন্দরের প্রকাশময় দিক। এসব প্রবাদ-প্রবচনে মানুষের নৃতত্ত্ব ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এ এলাকার মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনের আলাপ চারিতায় প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার করছে। এমনকি অবস্থা ও প্রসঙ্গ ভেদে আপনা-আপনি তাদের মুখে-নিঃসৃত হচ্ছে অনেক গভীর অর্থবহ প্রবাদ-প্রবচন।

সংগৃহীত প্রবাদ-প্রবচনগুলো মাঠ পর্যায় থেকে মূলত সংগ্রহ করা হয়েছে। যা লোকসংস্কৃতি সংগ্রহের প্রাথমিক পদ্ধতির নামান্তর। এ সকল প্রবাদ-প্রবচনে মানুষের মনস্তত্ত্ব দিগুলোই বেশি প্রতিফলিত হয়েছে। আঞ্চলিক ও দুর্বোধ্য শব্দগুলো প্রমিতভাষায় ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়েছে। মোট সংগ্রহের পরিমাণ ২২২ টি।

বিষয়ভিত্তিক বর্ণনা :

অকমার স্ত্রীর মন্তব্য, অক্ষমতা আড়াল, অকৃতজ্ঞ, অতিরিক্ত মেলা মেশা, অতি সাধু, অতিরঞ্জনা (অসম), অতিরঞ্জন উক্তি, অভিভাবকহীন, অপরিণামদর্শী, অপ্রত্যাশিত পাওয়া, অবমূল্যায়ণ, অবশিষ্ট, অবান্তর, অবিবেচক, অভাব, অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি, অযাচিত খবরদারী, অযাচিত হস্তক্ষেপ, অযোগ্যতা, অযোগ্যতার অতিকথন, অযোগ্যতার আস্ফালন, অযোগ্যতার সমাদর, অযোগ্য লোক, অর্থের পরিণাম, অলস, অলিক আশা, অসতর্ক, অস্বচ্ছলের চাহিদা, অসম আচরণ, অসম প্রস্তাবের মন্তব্য, অসাধ্য সাধন, অসাধ্য সাধনের ইচ্ছা, অসামঞ্জস্য, আঞ্চলিকতা, আত্মম্ভরিতা, আপন, আপন ত্রুটি দেখা যায় না, আপন দেশ, আবহাওয়া, আস্থাহীন, উচ্চ বংশ, উপদেশ, একতাই বল, কথোপকথন, কর্মফল, কর্মের সাফল্য, কাকতালীয়,

কুপ্রলোভন, কুরূপা, কৃপণ, কৃষিকথা, কৌলিন্য, ক্রোধ-বিবাদ, ক্ষমতাধর, ক্ষোভ, খারাপ, খেসারত, গোপনীয়তা, চাটুকারিতা, চোখের ক্ষুধা, জাত বিচার, ট্যাবু, তামাসা, তুচ্ছ জিনিস, তুলনা, দুই বৌ এর দ্বন্দ্ব, দুর্ঘটনা, দুর্জন ব্যক্তি, দুর্জনে অশান্তি, দুরবস্থা, দুর্ভাগ্য, দুঃখ, দুষ্টের প্রতি, ধনী, ধুরন্দর, ধৈর্য, নির্বোধ, নিষ্কর্মা, নীতিকথা, পর, পরকীয়া, পরিণাম, পরিস্থিতির স্বীকার, পাপ, পরীক্ষা, প্রতিক্রিয়াশীল, প্রণয় আসক্তি, প্রশংসা, প্রেম প্রীতি, ফাঁকি, ফাকা বুলি, বজ্জাত লোক, বর্ণনা, বড় হওয়ার বাসনা, বংশ পদবী, বহুদর্শী, বাস্তবতা, বিদ্রুপ, বিদ্যা, বিধাতার ইচ্ছা, বিধিবাম, বিধিলিপি, বিনিয়োগ, বিয়াইএর অপমান, বিপদ, বিরাগ, বেদনার বর্হিপ্রকাশ, বৃত্তশক্তি, ভাগ্যফল, ভাগ্য বিড়ম্বনা, ভাগ্য প্রসন্ন, মুখরোচক, মৌসুম, শৃঙ্গার, শকুনের দৃষ্টি, শাশুড়ির উক্তি, রক্তের টান, রক্তের বন্ধন, রতিশক্তিহীন, রসের কুটুম, লজ্জাহীন, লোভ, মুখরোচক, মৌসুম, যথাসময়ে, যখন তখন, যোগ্যতার মাপকাঠি, শৃঙ্গার, শাশুড়ির উক্তি, সঞ্চয়, সতকর্তা, সতর্কবাণী, সত্যকথন, সত্য-মিথ্যা, সত্যভাষণ, সমগোত্র, সম্পূরক, সময়, সমান সমান, সংঘদোষ, সংশ্রবে, সতর্কতা, সংস্কার, সুচতুর, সাধুজন, সুখ, সুখির ঘর, সুযোগ সন্ধানী, সুশাসন, সুস্বাস্থ্য, স্ত্রীভাগ্য, স্বকীয়তা, স্বভাব, স্বভাবজাত, স্বাধীন, স্বার্থপরতা, স্বার্থান্ধতা, স্বাস্থ্যকথা, হিংসা, প্রভৃতি।

ফরিদপুরের উপভাষা অঞ্চলে প্রচুর প্রবাদ ছড়িয়ে আছে। তার কয়েকটি মাত্র নিম্নে তুলে ধরছি :

১. অকর্মার স্ত্রীর মন্তব্য-
ইচা মারার মুরোদ নাই।
ভর্তা খাওয়ার বাড়া।
অর্থ :- ইচা– গুড়া চিংড়ি মাছ। মুরোদ - ক্ষমতা। বাড়া - ইচ্ছা।

২. ভাত দেয়ার মুরোদ নাই
কিল মারার গোশাই।
অর্থ :- মুরোদ - ক্ষমতা। গোশাই - হিন্দু পুরোহিত।

৩. অক্ষমতা আড়াল-
গরেরতে চোর বাইরোলি
বুদ্ধি বাইরোয়।
অর্থ :- গরেরতে - ঘর থেকে। বাইরোলি - বের হয়ে। বাইরোয় - বের হয়।

৪. অন্যত্র -
চোর গেলি বুদ্ধি বাইরোয়।

৫. অকৃতজ্ঞ -
ভাত খাও ভাতারের
গীত গাও নাঙের।
অর্থ :- ভাতারের - স্বামীর। নাঙের- অবৈধ প্রেমিক।

৬. অতিরিক্ত মেলা-মেশা
ঘন খাতিরে ক্যাথা ছিড়ে।
অর্থ :- ক্যাথা - কাঁথা।

৭. অন্যত্র -
ঘন খাতির ক্ষণস্থায়ী।

৮. অতি সাধু
সাত ধুয়া তেতুলির বিচি।
অর্থ - ধুয়া - ধোয়া।
দোষী ব্যক্তি যখন নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা করে তখন এই প্রবচন ব্যবহার করে।

৯. অতিরঞ্জন (অসম) -
যেই আমার বিলেই
তার মুহে এতো বড়ো কথা।
অর্থ :- বিলেই - বিড়াল। মুহে - মুখে।

১০. অতিরঞ্জণ উক্তি -
কতো দ্যাকফো কোলির কাল
ভ্যাড়ায় চাটে বাগের গাল।
অর্থ :- দ্যাকফো - দেখব। ভ্যাড়ায় - ভেড়ায়। বাগের - বাঘের।

১১. অভিভাবকহীন -
ভাইরা বাবা ভাতার নাই।
অর্থ :- ভাতার - স্বামী।

১২. অপরিণামদর্শী -
মোনিব বোইরী রাইজ্যো ছাড়ি
দ্যাশ বোইরী পিরানে মোরি।
অর্থ :- মোনিব- রাজা। বোইরী - বৈরী। রাইজ্যো - রাজ্য। দ্যাশ- দেশ। মোরি-মরি।

১৩. অদেকলার পাতে ঘি।
অর্থ :- অদেকলার- গণ্ড মূর্খ।

১৪. অদেকলার ছেলে হোইছে
নাড়ি ছিড়তে নুনু ছিড়ছে।
অর্থ :- অদেকলার- গণ্ড মূর্খ। হোইছে-হয়েছে।

১৫. অপ্রত্যাশিত পাওয়া
ভাইগ্‌গোবানের বোজা ভাইগ্‌গোবানে বয়
অর্থ :- ভাইগ্‌গোবানের- ভাগ্যবানের। বোজা- বোঝা।

১৬. অবমূল্যায়ন
সোনা থুইয়ে আচোলে গিড়ে।
অর্থ :- আচোলে- অঞ্চলে। থুইয়ে - রেখে। গিড়ে- গিট্টু দেয়।

১৭. অবশিষ্ট -
কুজাতেত্তে নিরবংশো ভালো।
অর্থ :- কুজাতেত্তে - খারাপ বংশ থেকে। নিরবংশো- বংশহীন।

১৮. নাই মামাত্তে কানা মামা ভালো।
অর্থ :- মামাত্তে- মামার চেয়ে।

১৯. অবান্তর -
এ্যাক বুড়ি আর্যাক বুড়ির নানী

শাশুড়ী।
অর্থ :- এ্যাক - এক। আর‍্যাক - আর এক।

২০. অবিবেচক -
শুমায় নাই অশুমায় নাই
বাবু এ্যাকখান হাপ টিকিট।
অর্থ :- শুমায়- সময়। অশুমায়-অসময়। হাপ- হাফ, অর্ধেক।

২১. অভাব -
পুরোন পাগোলের বাত নাই
নোতুন পাগোলের আমদানী।
অর্থ :- পুরোন- পুরাতন। পাগোলের- পাগলের। আমদানি- উৎপাত। বাত–ভাত

২২. বাড়ির মানসি ডাইল পায়না
ফাগু আসে মালসা নিয়ে।
অর্থ :- মানসি- মানুষ। ডাইল-ডাল।

২৩. যার ঘরে ভাত নাই
তার কোনো জাত নাই।
অর্থ :- জাত- বংশ মর্যাদা।

২৪. বাতই বাতার।
অর্থ :- বাতার- স্বামী, অবলম্বন।

২৫. নাই গরে খাই খাই।
অর্থ :- নাই গরে- অভাবের সংসার।

২৬. অভিজ্ঞতা -
হাড়ির এট্ট্যা ভাত টিপলে
সব ভাতের খবোর মিলে।
অর্থ :- এট্ট্যা - একটি। খবোর- খবর।

২৭. আগুনে অঙ্গার চিনে
লোহা চিনে কামারে।
অর্থ :- অঙ্গার- অলংকার।

২৮. নাচতি না জানলি
উঠোন ব্যায়া।
অর্থ :- নাচতি-নাচতে। জানলি-জানলে। উঠোন-উঠান। ব্যায়া-বাকা।

২৯. অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি
ঢেউ গুনে পয়সা খাওয়া।

৩০. অযাচিত হস্তক্ষেপ
যার গাই সে কয়না গাবীন
আর‍্যাকজন কয় গাবীন।
অর্থ :- আর‍্যাকজন- আর এক জন। গাই-গাভী

৩১. অযাচিত হস্তক্ষেপ

যার বিয়ে তার খবোর নাই
পারা পোশ্‌শির ঘুম নাই।
অর্থ :- খবোর- খবর। পোশ্‌শি - প্রতিবেশি।

৩২. অযোগ্যতা -
কুজোর আবার চীৎকাত।
অর্থ :- কুজোর- কুজর।

৩৩. অযোগ্যতার অতিকথন -
যত বড়ো মুক না ততো বড় কথা।
অর্থ :- বরো- বড়। মুক - মুখ।

৩৪. উচ্চবংশ -
গাং মরলি র‍্যাক থাকে বারো বছর।
অর্থ :- মরলি - মরলে। র‍্যাক - চিহ্ন।

৩৫. নদী শুকাইয়ে গেলি র‍্যাক থাকে।
অর্থ :- শুকাইয়ে গেলি - শুকালে। র‍্যাক - চিহ্ন।

৩৬. অযোগ্যের আস্ফালন -
ছুচোর কামনা মুরগি গেলা।
অর্থ :- গেলা - গিলে ফেলা। ছুচো-চিকা (ইঁদুর জাতীয় প্রাণি)

৩৭. আড়ে নাই ফোড়ে আছে
পুটকিতে বাঘা নাম।
অর্থ :- পুটকিতে-মলদ্বার।

৩৮. অযাচিত খবরদারী -
দ্যাশ জোরা সব পুরুষ সিংহ।
অর্থ :- দ্যাশ-দেশ।

৩৯. অযোগ্য লোক -
দিন গ্যালো পোস্টমাস্টারি করতি
স্ট্যাম চিনলাম না।
অর্থ :- করতি-করে। গ্যালো-গেল।

৪০. অযোগ্য লোক
পিয়াদার উজির হওয়ার শক।
অর্থ :- পিয়াদার-পেয়াদার। শক-শখ।

৪১. অলস -
খাওয়ার পর খাওয়া
ডুয়োর পর শুয়া
অর্থ :- ডুয়ো-ভিটি

৪২. অলীক আশা -
চাইয়ে থাইকে করবা কি
দুই চোখের খুরাকি।

অর্থ :- চাইয়ে-তাকিয়ে। থাইকে-থেকে। খুরাকি-খোরাকি।

৪৩. অসতর্ক (নির্বোধের কাজ) -
নাড়ী কাটতি সোনা কাটা।
অর্থ :- কাটতি-কাটিতে, কাটতে।

৪৪. অসচ্ছলের চাহিদা -
ভাত পায়না চা মারায়।
অর্থ :- চা মারায়-চায়ের অভ্যাস।

৪৫. ছ্যাপ চলে না দুদ রোজ।
অর্থ :- ছ্যাপ-থুথু। দুদ-দুধ।

৪৬. ফ্যান পায় না দুদ রোজ।
অর্থ :- ফ্যান-ভাতের মাড়।

৪৭. ছুচো মাইরে হাতে গন্ধ।
অর্থ :- ছুচো-চিকা (ইদুর জাতীয় প্রাণি)।

৪৮. নাই মানুষের আই বেশি।
অর্থ :- আই-চাওয়া

৪৯. ঘর নাই দুয়োর দিয়া ঘুমায়।
অর্থ :- দুয়োর-দরজা

৫০. অসম আচরণ -
মানুষ যেইনা এ্যাইটুক
কতা কয় পাহাইড়্যে।
অর্থ :- এ্যাইটুক - এতটুকু। কতা-কথা। পাহাইড়্যে - পাহাড়ের ন্যায়।

৫১. যতো বড়ো মুক না
ততো বড়ো কথা।
অর্থ :- মুক-মুখ।

৫২. মেয়ার নাম এত খাশা -
ভিতর বাড়ি বেরো দেখো দোড়
কাউয়ার বাসা।
অর্থ :- কাউয়া-কাক

৫৩. যেইনা কাইল্লে জিরে -
তার আবার মাথায় কিড়ে।
অর্থ :- কাইল্লে জিরে-কালো

৫৪. অসাধ্য-সাধন
হাতের কড়ি পায়ে বল
তবে যাই নিলাচল।
অর্থ :- নিলাচল-এখানে যেখানে খুশি অর্থে বোঝান হয়েছে।

৫৫. অসামঞ্জস্য -
হাইগ্যে ছুঁচে না

মুইত্যে নামে গলা পানি।
অর্থ :- হাইগ্যে - মল ত্যাগ করে। ছোচে-শৌচ করে। মুইত্যে-প্রস্রাব করে।

৫৬. আঞ্চলিকতা -
এক দ্যাশের গ্যালি
আরাক দ্যাশের বুলি।
অর্থ :- দ্যাশের-দেশের। আরাক-আর এক।

৫৭. এই জায়গায়ই তো লালন কাঁদে।

৫৮. আত্মম্ভরিতা -
হেলানির বোউ তেলানি
চোরার বোউ গিন্নি।
অর্থ :- বোউ-বউ।

৫৯. চোর পালালি বুদ্ধি বাড়ে।
অর্থ :- পালালি-পালালে। সময়মত সিদ্ধান্ত না পারার অর্থে।

৬০. চোরের বড় গলা।
নিত্তি খায় দুদ কলা।
অর্থ :- নিত্তি-নিত্য। দুদ-দুধ।

৬১. চালন বলে সুইরে
তোর গুদে ফুটো।
অর্থ :- সুইরে - সুচ, গুদে - মলদ্বার, ফুটো - ছিদ্র।

৬২. অন্যত্র -
চালোন সুইচেরে কয়
তোর পাছা ফুটো।
অর্থ :- চালোইন- চালুনি। ছুচ-সুঁই।

৬৩. আপন ত্রুটি দেখা যায় না -
পড়েরে কোই কলই চোর
নিজির মাথায় এ বুঝা।
অর্থ :- নিজির - নিজের।

৬৪. আপন দেশ -
নিজের দ্যাশের ঠাউর
বিদ্যাশের কুউর।
অর্থ :- ঠাউর - ঠাকুর। বিদ্যাশের - বিদেশের। কুউর-কুকুর

৬৫. আবহাওয়া -
উনো বটা দ্বিগুন শীত।
অর্থ :- বটা - বোনা। দুনা - দ্বিগুন।

৬৬. আসল -
সোনা থুইয়ে মুনার গীত।
অর্থ :- থুইয়ে - রেখে, বাদ দিয়ে। মুনার - নকল অর্থে।

৬৭. আস্থাহীন -
ও শালা ঘাটের মরা
সাকিম মোকাম নাই।
অর্থ :- সাকিম - ঠিকানা।

৬৮. ভাই -
বাইরে বাই মাইরেও যায়
বাইরে বাই ফিরেও চায়।
অর্থ :- বাই - ভাই, মাইরে - মেরে, চায় - তাকায়।

৬৯. বাই বড় ধোন, রক্তের বাধন
যদিও পিথ্থক হয় নারীরও কারণ
অর্থ :- ধোন-ধন, পিথ্থক - পৃথক।

৭০. উপদেশ -
দুকখো দিলে দুকখো পাবে
ভুল করো না তুমি
মনের কোনে উঠবে জ্বলে
দুকখো মরুভূমি।
অর্থ :- দুকখো - দুঃখ।

৭১. একতাই বল
অনেক ভাইয়ের ভাই
সিথেন পাথেন নাই।
অর্থ :- সিথেন - শিথান, মাথার দিক। পাথেন-পায়ের দিক।

৭২. হাতে যদি নাই ধন
দশে হও এক মন।
অর্থ :- দশে-দশ জনে। এখানে সকলে অর্থে।

৭৩. কর্মফল
আগুন খাইলে অঙ্গার বেরোয়।
অর্থ :- বেরোয়- বের হয়।

৭৪. অন্যত্র -
আগুন খালি অঙ্গার হাগতি অয়।
অর্থ :- হাগতি- পায়খানা করতে, অয়-হয়।

৭৫. কর্মের সাফল্য -
জিহানে বাসনা রথ
সিহানে সিদ্ধির পথ।
অর্থ :- জিহানে- যেখানে, সিহানে- সেখানে, সিদ্ধি-সাফল্য।

৭৬. কিডা কল পেন্দি,
তাই বইসে কান্দি।
অর্থ :- কিডা- কে, কলো-বলল, পেন্দি- কথায় কথায় যে কাদে, কান্দি-কাদা।

৭৭. কুরূপা -
কালীর বামে খাড়া করলি
দেখা যায় উৎ নৈরাকার।
অর্থ :- উৎ নৈরাকার-কুৎসিত কদাকার। খাড়া- দাড় করালে।

৭৮. কৃষিকথা -
থাকে বলোদ না বয় হাল।
তার দুঃখ বার মাস।
অর্থ :- বলোদ-বলদ

৭৯. চাষ চায়না অনুধর চাষ
তিলে আধা বর্ষণ খায়।
অর্থ :- আধা-অর্ধেক

৮০. সআলে সোনা
বিয়েলে লোনা।
অর্থ :- বিয়েলে - বিকাল। সআলে - সকালে।

৮১. যত কুয়ো আমের ক্ষয়
তাল তেঁতুলের কিবা অয়।
অর্থ :- কুয়ো - কুয়াশা।

৮২. সুপোরিতে গোবর, বাঁশে মাটি
অফলা নারকেলের শিকোড় কাটি।
অর্থ :- অফলা নারকেল- যে নারকেল গাছে ফল হয়নি।

৮৩. আগে থাকতি বাঁধে আলি
তবে খায় নানা শালী।
অর্থ :- আলি-জমা করা।

৮৪. কামে হিরফির দুদি পানি
ধন বলে ছাড়লাম আমি।
অর্থ :- দুদি - দুধে।

৮৫. কাকতালীয় -
শত্তিক্যা বাঁশ তলায়
আইজকে পেত্তোম। [পেত্তোম-প্রথম]
অর্থ :- শত্তিক্যা - নিশ্চয়তা অর্থে।

৮৬. কৌলিন্য -
জাতির ধারা বেগুনের চারা।
অর্থ :- জাতির ধারা - বংশ মর্যাদা।

৮৭. ক্রোধ বিবাদ
এ্যাক মরে জেদে
আর মরে বাদে।
অর্থ :- এ্যাক-এক। বাদে-বিবাদে।

৮৮. খারাপ -
আগাছার বিদ্ধি বেশি।
অর্থ :- বিদ্ধি-বৃদ্ধি

৮৯. খেসারত -
গায়ে গু মাহালি যমে ছাড়ে না।
অর্থ :- গু- মল, মাহালি - মাখালে।

৯০. ক্ষমতা ধর -
গিন্নীর পাদে গন্ধ নাই।
অর্থ :- গিন্নী- এখানে ক্ষমতাশালী অর্থে।

৯১. গোপনীয়তা -
ঢাকে ঢোলে বিয়ে
বাড়তি মানা।
অর্থ :- মানা-নিষেধ।

৯২. স্বভাব যায় না ধুলি
খাইসলোত যায় না মরলি।
অর্থ :- মল্লি - মরলে। খাইসলোত - খাসলত।

৯৩. চাতুকারিতা
ম্যানা মানুষ ত্যানা ছেঁড়ার যোম।
অর্থ :- ম্যানা-মিনমিন্না। ত্যানা- ছেড়া কাপড়।

৯৪. চোখের ক্ষুধা -
খায়না পরাণ
কাকুতি সার।
অর্থ :- পরাণ-প্রান।

৯৫. নাপিত দেখলিই কেনি আঙ্গুল বারে।
অর্থ :- কেনি- কণিষ্ঠ।

৯৬. ঘুড়া দেইখে খুড়া।
অর্থ :- ঘুড়া-ঘোড়া। দেইখে-দেখে। খুড়া-খোড়া।

৯৭. জাত-বিচার -
আক্কেলে আক্কেলে টিবা টিবি
বেয়াক্কেল বেয়াক্কেলে কিলা-কিলি।
অর্থ :- টিবা টিবি-চাওয়া চাওয়ি।

৯৮. তামাসা -
পুইন্যা মরিচ পাদ দিলি
আইটা ধরিস।
অর্থ :- পুইন্যা-ছোট অর্থে।

৯৯. তুচ্ছ জিনিস -
পচা শামুকে পা কাটে।

অর্থ :- পচা-পঁচা।

১০০. মরা মাইরে খুনের দায়।
অর্থ :- মাইরে-মারিয়া > মেরে।

১০১. তুলনা -
কুহানে তাল গাচ।
কুহানে বাল গাচ।
অর্থ :- কুহানে - কোথায়, গাচ - গাছ।

১০২. কুথানে ঘোড়া
কুথানে সড়া।
অর্থ :- সড়া-ঢাকনা।

১০৩. দুই বৌ এর দ্বন্দ্ব -
তলে তলে রাত পুহাল
চুরা বৌ সাতবার খালো
গিন্নি কয় রাত পুহাই নেই।
অর্থ :- পুহাল- পোহাল।

১০৪. দুর্ঘটনা -
কোন দিন না কোন দিন
কাউয়ায় হাগে শ্রী পঞ্চমীর দিন।
অর্থ :- কাউয়ায়-কাকে। হাগে-মলত্যাগ করে।

১০৫. দুর্জন ব্যক্তি
বুকের পশোম মোমিনের
কানে পশোম কমিনের।
অর্থ :- পশোম-পশম।

১০৬. এ্যালানীর বোউ ত্যালানী
চুরার বোউ গিন্নী।
অর্থ :- চুরার- চোরের। বোউ- বউ।

১০৭. ঘুঘুর বাসা আমি আনি
তুই আটা খসা।
অর্থ :- আনি-আনয়ন করা অর্থে।

১০৮. দুরবস্থা -
গরীবের বোউ সবায়ের ভাবী।
অর্থ :- বোউ-বউ, সবায়ের–সকলের

১০৯. দুর্জনে অশান্তি -
সুপুত্রের অভাব য্যার
পোড়া কপাল তার।
অর্থ :- য্যার- যার।

১১০. দুর্ভাগ্য -

নামে নামে যোমে টানে।
অর্থ :- যোমে-যমে।

১১১. দুঃখ পাইয়া যোদি হাড়িনীও শাপে
এড়াতে পারেনা তা বামুনের বাপে।
অর্থ :- যোদি-যদি।

১১২. মা মরলি বাপ হয় তাওই।
অর্থ :- তাওই-ভাই বোনের শ্বশুর।

১১৩. দুঃখ -
অল্প শোকে কাতোর
অধিক শোকে পাথোর।
অর্থ :- কাতোর-কাতর। পাথোর-পাথর।

১১৪. দুষ্টের প্রতি -
ভাতেই কুরকুরোয়
যৌবনের কুরকুরোয়।
অর্থ :- কুরকুরোয় - দুষ্টামির চিন্তা।

১১৫. পর -
আম দুধ এক সাথে
আদারের আঁটি আদারে।
অর্থ - আঁটি - বীজ

১১৬. পর আপন হয় না

১১৭. পরকীয়া -
ঘরকা মুরগী ডাল বরাবর।
অর্থ :- ঘরকা-ঘরের।

১১৮. ছুড়ি থুইয়্যা বুড়ি ধরো।
অর্থ :- থুইয়্যা-রেখে।

১১৯. পরিস্থিতির স্বীকার-
ঠ্যালার নাম বাবাজি।
অর্থ :- ঠ্যালা - ঠেলা।

১২০. যেই দ্যাশের যেই বাও
উপুর কোইরে নও বাও।
অর্থ :- দ্যাশের - দেশের। কোইরে-করিয়া > করে। নও- নৌকা।

১২১. পরিণাম -
গাঙে গাঙে দেখা হয়
বুনি বুনি দেখা হয় না।

১২২. পাপ -
পাপে ছাড়েনা বাপেরে।
অর্থ :- পাপি-শাস্তি পাবেই।

১২৩. পরীক্ষা -
পরের পুলা বনের ওলা
খায় লয় বনের দিকে চায়।
অর্থ :- পুলা - ছেলে, পুত্র।
১২৪. প্রতিক্রিয়াশীল -
এ্যাতো ভালো ভালো না।
অর্থ :- এ্যাতো - এত।
১২৫. গাই বাছুরে মিল থাকলি
আন্ধার রাতে দুদ দ্যায়।
অর্থ :- আন্ধার - আঁধার। দুদ - দুধ, দ্যায় - দেয়।
১২৬. প্রণয় আসক্তি -
না দেইহে ছিলাম ভালো
দেইহে আমার কূল গ্যালো।
অর্থ :- দেইহে - দেখে। গ্যালো - গেল।
১২৭. উপদেশ -
ভালো ওতি পয়সা লাগেনা।
অর্থ :- ওতি - হইতে।
১২৮. খাইয়ে দাইয়ে কামাই
ঝি বাচলি জামাই।
অর্থ :- খাইয়ে দাইয়ে - খেয়ে দেয়ে।
১২৯. নদীর পাড়ে বাস কইরে
কুমিরের সাথে লড়াই।
১৩০. বজ্জাত লোক
পদে পদে প্যাঁচ।
অর্থ :- পদে পদে- প্রতি কাজে।
১৩১. দোস্ত, গোশত নেহী মিলেগা
সুরাই খালি লও।
অর্থ :- নেহী-নাই।
১৩২. বর্ণনা (বরের বর্ণনা)
পিটে রে রে
গলায় বাপফইরে।
অর্থ :- রে রে- কুব্জ। বাপফইরে- ঘ্যাগ।
১৩৩. বড় হওয়ার বাসনা -
অয় পরে না হয় করে করে।
অর্থ :- অয়-হয়।
১৩৪. বংশ পদবী -
মা গুণে ঝি, গাই গুণে ঘি

বাপ গুণে বিটা, গাছ গুণে গোটা।
অর্থ :- মা গুণে- মার ন্যায়।

১৩৫. বহুদর্শী -
শিয়াল খাওয়া কৈ।

১৩৬. অযোগ্যতা -
ওরে আমার আবাজাবা
ঐ মুখি বাতাসা খাবা।
অর্থ :- আবাজাবা - অযোগ্য।

১৩৭. আপন -
আপ ভালো তো জগৎ ভালো
অর্থ :- আপ- আপন।

১৩৮. বাস্তবতা -
ঝড়ের আগে পড়ে কলা
আকালের আগে মরে জোলা।
অর্থ :- আকালের-অভাব।

১৩৯. কৃপণ -
উকিল বকীল বেশি
যদিও রাজার মত চলে।
অর্থ :- বকীল- বখিল।

১৪০. বাস্তবতা -
চোখ অন্দো ওলি প্রলয় বন্দো হয় না।
অর্থ :- অন্দো- অন্ধ। বন্দো-বন্ধ।

১৪১. বেদনার বহিঃ প্রকাশ -
আমার বাড়ি চরে
চাইলেই কয় পরে।
অর্থ :- পরে - অন্য সময়।

১৪২. বিদ্যা-
বিদ্যা না লুণ্ঠিত হয়
আধারে আলো দেয়।

১৪৩. বিধিবাম-
আইল ভাইঙ্গে আইলো পানি
কি করবি ওঝা-জ্ঞানী।

১৪৪. বিধিলিপি-
অদিশটের লেহন না যায় খন্ডন
অর্থ :- অদিশটের- অদৃষ্টের।

১৪৫. যখন বিধি মাপায়
উপরি উপরি চাপায়।

অর্থ :- উপরি উপরি- উপর্যুপরি।

১৪৬. বিনিয়োগ-

যত গুড় তত মিঠা।

১৪৭. বিপদ

পড়ছি দায়

চড়ছি নায়।

অর্থ :- দায়- সমস্যায়। নায়- নৌকা।

১৪৮. বিদ্রুপ -

তিন টায়ার ছাগোল

লাক টায়ার বাগান খায়।

অর্থ :- ছাগোল- ছাগল। লাক- লক্ষ। টায়ার - টাকার

১৪৯. নিষ্কর্মা

খাল নাই কুত্তোর বাঘা নাম।

অর্থ :- খাল- চামড়া, পশম অর্থে। কুত্তো - কুকুর।

১৫০. ল্যাজ নাই কুত্তোর বাঘা নাম।

অর্থ :- ল্যাজ-লেজ।

১৫১. নীতিকথা

লজ্জা ঘৃণা ভয়

তিন থাকতে নয়।

অর্থ :-

১৫২. স্ত্রীভাগ্য -

সতী নারীর পোতি, তার নাই দুর্গোতি

অসতী বৌ যার, পুড়া কপাল তার।

অর্থ :- পোতি - পতি, স্বামী।

১৫৩. অর্থের পরিণতি -

মুর্খ ধমকায় পন্ডিতেরে যোদি কড়ি থাকে

নির্ধনের সত্যি কথা, মিথ্যা হেন লাগে।

অর্থ :- যোদি-যদি।

১৫৪. অর্থোই অনর্থের মূল।

১৫৫. শৃঙ্গার -

টোপের চেয়ে সোহাগ ভালো।

অর্থ :- চেয়ে - চাইতে।

১৫৬. শাশুড়ির উক্তি -

এক গাছের খাল কি আর এক

গাছে লাগে।

যদিওবা লাগে ট্যাশ ট্যাশ করে।

অর্থ :- খাল-ছাল, বাকল।

১৫৭. বেগুন ডুবানু পানি দিও
ঘুঘু ডাক আসলি নামাও।
অর্থ :- আসলি - আসলে শব্দ হলে, ডুবানু - ডোবান।
১৫৮. রক্তের টান -
যার যার তার তার।
১৫৯. রক্তে রক্ত চিনে।
১৬০. রক্তের বন্ধন -
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।
১৬১. রসের কুটুম -
ভায়রার বারা কুটুম নাই।
অর্থ :- বারা-চেয়ে
১৬২. লজ্জাহীন -
এক কান কাটা যায় রাস্তার পাশ দিয়ে
দুই কান কাটা যায় মদ্দি দিয়ে।
অর্থ :- মদ্দি - মধ্য।
১৬৩. লোভ -
পরের খেতে শোরশে দেইখে
নাচে নিমাই কুলু।
অর্থ :- কুলু- যারা তেল ভাঙ্গে। শোরশে- শর্ষে। দেইখে- দেখে
১৬৪. ফাঁকাবুলি -
আসল ঘরে চাল নাই
ঢেঁকি ঘরে চাঁনদুয়া।
অর্থ :- চাঁনদোয়া - সামীয়ানা।
১৬৫. উপরে ফিটফাট
বিতরে সদরঘাট।
অর্থ :- ফিটফাট - কেতাদুরস্ত, বিতরে - ভিতরে।
১৬৬. বারান্দার ফোটে চান।
অর্থ :- চান- চন্দ্র।
১৬৭. মুখরোচক -
রুচে পুছে খা
মন চলে তথা।
অর্থ :-
১৬৮. রতিশক্তিহীন -
ষাড়ের চোহির পানি।
অর্থ :- চোহির- চোখের।
১৬৯. মৌসুম (প্রকৃতি অর্থে)
পৌষের শিতি ভূষি উড়ে

মাঘের শিতি বনের বাঘ কাঁপে।
অর্থ :- শিতি - শীতে।

১৭০. ধনী -
হয় চরে না হয় পরে
না হয় করে করে।
অর্থ :- করে করে - কর্ম করে।

১৭১. ধুরন্দর -
সুঁই হইয়ে ঢোকে
কুরোল হইয়ে বাইরোয়।
অর্থ :- কুরোল - কাঠ কাটার কুঠার। বাইরোয় - বের হয়।

১৭২. ধৈর্য -
তুষ্ট হও অল্পে
শিষ্ট হও গল্পে।

১৭৩. হিংসা -
হিংসায় ধর্মক্ষয়
মরীচায় লোহা ক্ষয়।

১৭৪. বিধাতার ইচ্ছা -
দিয়া ধন বুইত্যে মোন
কাইরে নিতে কতক্ষণ।
অর্থ :- কাইরে- কেড়ে।

১৭৫. ভাগ্য প্রষণ্ন -
যার মুরগী খায় চুরগি
হারাইন্যা খায় রান।
অর্থ :- হারাইন্যা-নারায়ণ।

১৭৬. সমগ্রোত্র -
সব রসুনের এক গুদ।

১৭৭. চোরে চোরে মাশতোতো ভাই।
অর্থ :- মাশতোতো - মাশতুতো।

১৭৮. চোরে চোরে হালি
এক চুরা বিয়া করে
আর্য্যাক চুরার সালি।
অর্থ :- সালি- শালী। চুরা-চোরা, আর্য্যাক-আর এক। চুরার-চোরের।

১৭৯. সম্পুরক -
এক গাছের ছাল
আর্য্যাক গাছে লাগে না।
অর্থ :- আর্য্যাক - আর এক।

১৮০. ভাগ্যবান -

মাটি মুটা ধর যদি
সোনা মুট হয়।
অর্থ :- মুটা-মুঠ করে।

১৮১. সত্যকথন -
ঘোড়ার কামোড় আলেমের দোয়া
বৃথা যায় না।

১৮২. ক্যাজায় জোড়ে ভাই
কোঁথকাত সাথে চাই।

১৮৩. সত্যি গুড় আন্ধার রাইতে মিঠে।
অর্থ :- আন্ধার-অন্ধকার। রাইতে-রাতে।

১৮৪. সতর্ক বাণী -
শুদ্ধি নং দশহস্ত, শতহস্ত বাজী নং
কড়ি হস্ত সহস্র নং, স্থানজ ত্যাগ দুর্জ নং।
অর্থ :- ষাড় থেকে দশহাত, ঘোড়া থেকে শত হাত
হাতি থেকে হাজার হাত আর দুর্জন থেকে স্থান ত্যাগ।

১৮৫. সত্যভাষণ -
গাঙ শুকোলী সেতী
বিল শুকোলী লেতী
বুড়ো ওলি সতী।
অর্থ :- শুকোলী-শুকাইলে> শুকালে।

১৮৬. উচিৎ কতা কইলি
মুর্শিদ ব্যাজার।
অর্থ :- কইলি-বললে। ব্যাজার-বেজার।

১৮৭. সময় -
এ্যাক মাঘে শীত যায় না।
অর্থ :- এ্যাক-এক

১৮৮. সমান সমান -
য্যামোন কুকুর ত্যামোন মুগুর।
অর্থ :- য্যামোন-যেমন। ত্যামোন-তেমন।

১৮৯. সংঘ দোষ -
মানুষ মরে ম্যালে
খাটাশ মরে ত্যালে।
অর্থ :- ম্যালে-মিশে। এখানে খারাপ মানুষের সঙ্গে মিশে।

১৯০. ট্যাবু -
বেশি আদরের ধন টেকেনা।

১৯১. সুচতুর -
সিয়ানে কাঠাল খায়

বোবার মুহি আঠা।

১৯২. সুযোগ সন্ধানী -
বাইর বাড়ি আগুন
এই ফায়ে আলু পোড়াই।
অর্থ :- ফায়ে -ফাঁকে, সুযোগে।

১৯৩. অন্যত্র -
ঘর পুড়ার মদ্দি আলু পুড়া।

১৯৪. ডিম খায় দারোগা বাবু
জলে ভেঁজে হাঁস।

১৯৫. সুস্বাস্থ্য -
মোটা কাঁথার ভেঁড়াও ভালো।

১৯৬. সুশাসন -
গরোম ভাতে বিলেই ব্যাজার
কড়া কথায় জামাই ব্যাজার।
অর্থ :- গরোম-গরম। বিলেই-বিড়াল। ব্যাজার- বেজার।

১৯৭. স্বভাব -
য্যামোন মা ত্যামোন ঝি
ত্যামোন তার নাতিনটি।
অর্থ :- য্যামোন - যেমন, ত্যামোন - তেমন।

১৯৮. য্যামোন লেইটাপুট
ত্যামোনি চামদি চাপট।
অর্থ :- য্যামোন - যেমন, ত্যামোন - তেমনি।

১৯৯. লুহা দ্যাকলি গুয়া ব্যথায়।
অর্থ :- দ্যাকলি - দেখলে।

২০০. কয়লা ধুলি ময়লা যায় না।
অর্থ :- ধুলি - ধুলে।

২০১. স্বকীয়তা -
বল বল বাহু বল
জল জল গঙ্গার জল।

২০২. স্বভাব -
স্বর্ণকারে মায়ের কানের সোনাও চুরি করে।

২০৩. কুত্তোর লেজ সিদে হয় না।

২০৪. স্বার্থান্ধতা -
যেখানেই সোনা কামিনী
সেখানেই বিষের নাগিনী।

২০৫. স্বার্থ পরতা -
চোরে চোরে মাসতুতু ভাই।

২০৬. অসময় -
সেইজন্যি আসেরে জামাই
মাইয়ের গায় জ্বর।
অর্থ :- সেইজন্যি - সেজন্য, মাইয়ের - মেয়ের।
২০৭. সন্ন্যাসীর অল্প-ছিদ্রপায় সর্বজন
শুভ্রবস্ত্রে মশী বিন্দু দেখায় যেমন।
২০৮. সুখীর ঘর -
স্ত্রী পুত্র চাকোর বশ
জগতে তারই যশ।
অর্থ :- চাকোর - চাকর।
২০৯. স্বাধীন -
নাইয়ার এক নাউ
নি-নাইয়ার শতেক নাউ।
অর্থ :- নাউ - নৌকা, নি-নাইয়ার - যার নৌকা নেই।
২১০. স্বাস্থ্যকথা -
উনা ভাতে দুনা বল
ভরা ভাতে রসাতল।
অর্থ :- উনা - অল্প
২১১. দক্ষিণে নিম গাচ
বাড়ীর মঙ্গোল বারো মাস।
অর্থ :- মঙ্গোল- মঙ্গল, গাচ - গাছ।
২১২. আলো হাওয়া কোম
রোগ শোকের যোম।
অর্থ :- কোম-কম, যোম - যম।
২১৩. বিনা খাটুনি খায় ভাত
শরীর করে উৎপাত।
২১৪. মাংসে মাংসো বাড়ায়
ঘিয়ে বাড়ায় বল
দুগ্ধে সুরৎ বাড়ায়
শাকে বাড়ায় মল।
২১৫. বারো মাসে বারো ফল
না খাইলে রসাতল।
২১৬. দাঁত গেল তো আঁত গেল
আঁত গেল তো দাঁত গেল।
২১৭. ফল সবজি খেলে
বেশি পুষ্টি মেলে।
২১৮. পুঁই, কচু, ঘেচু

তিন আমাশয় যেনো।

২১৯. আইগ্যা খায়
খাইয়া মোতে
তারে নিতি যমে কোঁতে।
অর্থ :- আইগ্যা - মল ত্যাগ করে, মোতে - প্রস্রাব করে, নিতি-নিতে, কোঁতে-কষ্ট করে।

২২০. বিবিধ -
বৌ সড়া ভাইঙ্গা করবা কি
হাতের মাপ কি ভুলিনি।
অর্থ :- ভাইঙ্গা - ভেঙ্গে

২২১. কে কইলো আয়লো
তার সাথে যাইলো।
অর্থ :- আয়লো-আস, যাইলো-যাব।

২২২. কিডা কলো পেন্দি
তাই বইসে কান্দি।

এ রকম বহু প্রবাদ ছড়িয়ে আছে বাংলাদেশের অন্য অঞ্চলের ন্যায় ফরিদপুর অঞ্চলে। প্রবাদ আমাদের বিবেককে জাগ্রত করে, প্রয়োজনের সময় পথ দেখায়, আমাদের চিন্তাশক্তিকে উজ্জীবিত করে। বহুকাল থেকে চলে আসা প্রবাদ আমরা অস্বীকার করতে পারি না বরং আমরা তাতে পথের দিশা পাই।

গ্রন্থপঞ্জি -

আহমদ, ওয়াকিল। ১৯৯৮। বাংলা লোকসাহিত্য ছড়া। বাংলা একাডেমী : ঢাকা।

- ১৯৯৪। বাংলা লোকসাহিত্য প্রবাদ-প্রবচন। বাংলা একাডেমী : ঢাকা।

- ১৯৯৫। বাংলা লোকসাহিত্য ধাঁ ধাঁ। বাংলা একাডেমী : ঢাকা।

জালালউদ্দীন, টি, এম। ১৯৯৬। ঐতিহ্যবাহী বরিশাল। বরিশাল।

নাথ, মৃণাল। ১৯৯৯। ভাষা ও সমাজ। নয়া উদ্যোগ : কলকাতা।

ভূঁইয়া, সুলতান আহ্মদ। ১৩৬৩। বরিশাল জেলার কথ্য ভাষা। আজাদ, পৌষ-২২।

মজুমদার, অতীন্দ্র। ১৯৯৭। ভাষাতত্ত্ব। নয়া প্রকাশ: কলকাতা।

মজুমদার, পরেশচন্দ্র। ১৯৯২। বাংলা ভাষা পরিক্রমা। দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা।

মজুমদার, রমেশ চন্দ্র। ১৯৯৮। বাংলাদেশের ইতিহাস - প্রাচীন যুগ। জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

লাহিড়ী, শিবপ্রসন্ন। ১৩৬৮। সিলেটী ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা। বাংলা একাডেমী : ঢাকা।

শ', রামেশ্বর। ১৪০৩। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা। পুস্তক বিপনি: কলকতা।

শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ। ১৯৮১। বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত। রেনেসাঁস প্রিন্টার্স: ঢাকা।

- ১৯৯৩। বাংলাদশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান। বাংলা একাডেমী: ঢাকা।

শাহেদ, সৈয়দ মোহাম্মদ। ১৯৮৮। ছড়ায় বাঙালী সমাজ ও সস্কৃতি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ঢাকা।

হুমায়ুন, রাজীব। ১৯৯৩। সমাজভাষাবিজ্ঞান। বাংলাদেশ ভাষাতত্ত্ব-চর্চা পরিষদ এবং দ্বীপ প্রকাশন: ঢাকা।